খাসিয়া পুঞ্জিতে খুন

উচ্ছেদ আতঙ্কের সঙ্গে এখন মৃত্যুভয়

লিখেছেন **নিজামুল হক বিপুল**

সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার ফুলতলা চা বাগান। চা বাগানের আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু পাহাড়ি সড়ক। সড়কটির একপাশে এ অঞ্চলের অতি পরিচিত চিরচেনা দৃশ্য সবুজ চা বাগান, অন্যপাশে সবুজে সমৃদ্ধ পাহাড়। বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, বনজ বৃক্ষ, বাঁশসহ হরেক রকমের সবুজের সমারোহ। অরণ্যঘেরা পাহাড়ের বুক চিরে কল কল ধ্বনি দিয়ে ছুটে চলছে অসংখ্য ছড়া। চা বাগান আর পাহাড়ি পথ ধরে যাচ্ছি সদ্য রক্তাক্ত জনপদ আদিবাসী খাসিয়া পুঞ্জি ফুলতলার সন্ধানে। কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করে কিছুদূর যেতেই দেখা গেল একটি পাহাড়ের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে আশপাশের পাহাড় অরণ্যঘেরা, সেখানে ওই পাহাড়টি একেবারে বিরানভূমি। অনেক দূর থেকেই চোখে ভাসছে দৃশ্যটি। সহজেই বোঝা গেল অতি সম্প্রতি এই পাহাড়ে কিছু একটা ঘটেছে। শূন্য পাহাড়টির একদম কাছাকাছি যেতেই দেখা গেল কিছু লোক পাহাড়টিতে দু'একটা ঘর তৈরির চেষ্টা করছে। সোর্সের কাছ থেকে নিশ্চিত হলাম এটিই হচ্ছে ফুলতলার আদিবাসী খাসিয়া পল্লী। গত মাসের শেষ দিকে রিজার্ভ ফরেস্ট রক্ষার নামে এই পাহাড়ে বসবাসরত আদিবাসী খাসিয়াদের ওপর মানবতাবিরোধী বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে তাদের উচ্ছেদ করেছে স্থানীয় বন বিভাগ ও এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা।

এ পাহাড়ে বসবাস করা ১৭টি আদিবাসী পরিবারের ওপর দু'দফা হামলা চালিয়ে ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এবং ব্যাপক লুটপাট করে যে তাণ্ডব চালিয়েছিল স্থানীয় বন বিভাগ ও কতিপয় বাঙালি সন্ত্রাসীরা সেই মানবতাবিরোধী ঘটনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছে পাহাড়টি। সেই তাণ্ডবের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে নীরব সাক্ষী হয়ে ওই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে আগুনে পুড়ে যাওয়া গাছপালা আর মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি।

২৬ জুলাই সংখ্যা সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে 'উচ্ছেদ আতঙ্ক খাসিয়ারা যাবে কোথায়' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। ওই প্রতিবেদনের প্রতিবেদক সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ঘুরে যাওয়ার তিন দিন পর এবং প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ দিন আগে ২১ জুলাই দুপুরে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ফুলতলা ইউনিয়নের ফুলতলা পাহাড়ের এলবিন টিলায় বন বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্ট রক্ষার নামে ওই পাহাড়ে বসবাসকারী ১৭টি খাসিয়া পরিবারকে স্থানীয় বন বিভাগ ও এলাকার রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা বর্বরোচিত ও অমানবিক হামলা চালিয়ে উচ্ছেদ করে। এ ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় ২৬ জুলাই পুনরায় দ্বিতীয় দফা হামলা চালিয়ে খুন করা হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত চা শ্রমিক ও খাসিয়া পল্লীতে দিনমজুর হিসেবে কর্মরত অবিনাশ মুড়াকে।

খাসিয়াদের ভাষায় ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য প্রকৃতির মায়াবী হাতে গড়া তাদের আবাসস্থল। অথচ বৃহত্তর সিলেটের আদিবাসী খাসিয়াদের কাছে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত পাহাড়ি জনপদ এখন রক্তাক্ত হচ্ছে বন বিভাগ আর রাজনৈতিক মদদপুষ্ট বাঙালি সন্ত্রাসীদের হাতে। এ অবস্থায় বৃহত্তর সিলেটের আতঙ্কিত খাসিয়ারা হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ। পণ করেছে 'জান দেবো তবুও পাহাড় ছাড়বো না'। গত সপ্তাহে সরেজমিন ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিতে গিয়ে দেখা গেছে, পুঞ্জির উচ্ছেদ হওয়া খাসিয়ারা আশায় বুক বেঁধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে আবারও ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে। তবে পুঞ্জির মহিলা ও শিশুরা বর্তমানে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে।

ভূমির অধিকার রক্ষায় প্রাণ দিলো অভিনাশ মুড়া

ডেটলাইন ২১ জুলাই

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, ২১ জুলাই, রোববার। দুপুর অনুমান দুইটায় প্রতিদিনের মতো কাজে ব্যস্ত ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জির নারী-পুরুষরা। খাসিয়ারা তাদের ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ্য করে খাকি পোশাক পরিহিত বন্দুক হাতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আরো অন্তত দুই-আড়াইশ' সশস্ত্র বাঙালি লোক তাদের পুঞ্জির দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন মৌলভীবাজার বন বিভাগের আওতাধীন জুরী রেঞ্জ-১-এর কর্মকর্তা (ফরেস্ট রেঞ্জার) খন্দকার বদরুল আলম

এবং জুরী রেঞ্জের আওতাধীন তিনটি বিটের বিট কর্মকর্তা ও বনরক্ষীরা। খাসিয়ারা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বন কর্মকর্তা, বনরক্ষী ও স্থানীয় রাজনৈতিক মদদপুষ্ট বাঙালি সন্ত্রাসীরা খাসিয়া পুঞ্জিতে ঢুকে পড়ে। এ সময় খাসিয়া নারী-পুরুষ-শিশুরা প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে আশপাশের বিভিন্ন পাহাড়, টিলার বনেজঙ্গলে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করে। খাসিয়ারা পালিয়ে যাওয়ার সময় বনরক্ষী ও সন্ত্রাসীরা পুঞ্জির মন্ত্রী (হেডম্যান) ক্লীপ খাসিয়ার ছেলে আনতনি খাসিয়া ওরফে আর্মি খাসিয়াকে ও মুসলিম মিয়া নামে খাসিয়া পল্লীর এক দিনমজুরকে আটকে ফেলে। তারা বর্তমানে জেলে রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলাও হয়েছে।

নির্যাতিত খাসিয়া ও প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাঙালিরা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, খাসিয়ারা প্রাণভয়ে পুঞ্জি ছেড়ে পালিয়ে গেলে বন বিভাগের লোকজনের সঙ্গে যাওয়া স্থানীয় সন্ত্রাসীরা খাসিয়াদের ঘরবাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালায়। এরপর বনকর্মী ও সন্ত্রাসীরা মিলে ১৭টি খাসিয়া পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। তারা এমন নারকীয় তাণ্ডব চালায় যে, কোনো আগন্তুক খাসিয়া পল্লীতে গিয়ে যেন সহজে বুঝতে না পারে এখানে ইতিপূর্বে কোনো বসতি ছিল। ছিল বসতঘর। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক ঘর। মাটির দেয়ালের তৈরি ঘরগুলো একদম গুঁড়িয়ে দেয়া হয় মাটির সঙ্গেই। পুঞ্জির ফসলি গাছসহ বিভিন্ন গাছপালা কেটে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। কিন্তু বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এবং সঙ্গে যাওয়া রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা এতোটাই বোকা যে, তারা বুঝতে পারেনি তাদের নারকীয় ও অমানবিক সন্ত্রাসী তাণ্ডবের নীরব সাক্ষী হয়ে খাসিয়া পুঞ্জিতে দাঁড়িয়ে আছে আগুনে পুড়ে যাওয়া, কেটে ফেলা গাছপালা। মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া নিরীহ সহজ-সরল খাসিয়াদের বসতঘর। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বন বিভাগ ও স্থানীয় সন্ত্রাসীরা খাসিয়া পুঞ্জিতে এমন তাণ্ডব চালিয়েছিল যে, অনেক দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল চারপাশের পাহাড়-টিলার মধ্যে সন্ত্রাসের শিকার ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিটি একদম বিরানভূমি। অভিযোগ উঠেছে, এই ঘটনার জন্য স্থানীয় সন্ত্রাসীরা স্থানীয় বন বিভাগকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছে।

ক্ষতির পরিমাণ...

বন বিভাগ ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ২১ জুলাইয়ের নারকীয় তাণ্ডবে ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তাতে খাসিয়াদের ক্ষতির পরিমাণ কত? খাসিয়া পুঞ্জি ফুলতলা সরেজমিন ঘুরে সেই হিসাব

পাহাড় হারালে এ শিশুরা যাবে কোথায়

মেলানো খুব দুরূহ ও কঠিন। অনুসন্ধানকালে ক্ষতিগ্রস্ত খাসিয়া ও স্থানীয় বাঙালি সাধারণের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতির যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৩৫-৪০ লাখ টাকা হবে। পুঞ্জির মন্ত্রী (হেডম্যান) ক্লীপ খাসিয়ার ছেলে বর্লিন খাসিয়া ২০০০কে বলেছেন, সন্ত্রাসীরা তাদের পাড়ায় যে তাণ্ডব এবং লুটতরাজ চালিয়েছে তাতেই খাসিয়াদের ক্ষতি হয়েছে ১৫ লাখ ১৩ হাজার টাকা। সন্ত্রাসীরা প্রতিটি খাসিয়া ঘর থেকে রঙিন টেলিভিশনসহ মূল্যবান সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। এমনকি বর্লিন খাসিয়ার একটি মোটরসাইকেল হিরো হোন্ডা (ঢাকা মেট্রো হ-১২-৬৩০৮) নিয়ে গেছে। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, বর্তমানে ওই মোটরসাইকেলটি কুলাউড়া উপজেলার জুরী এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা দৌড়াচ্ছে।

খাসিয়া পুঞ্জির এই ক্ষতি ছাড়াও ওই দিন সন্ত্রাসীরা খাসিয়াদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য খাসিয়াদের জুম বাগানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। সন্ত্রাসীরা জুম বাগানে ঢুকে বিভিন্ন প্রকার ফলমূলের গাছ কেটে দেয়। নষ্ট করে পান বাগান। জুম ও পান বাগানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ২০-২৫ লাখ টাকা বলে খাসিয়ারা দাবি করেছে। আর সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে ৩৫-৪০ লাখ টাকা।

রক্তাক্ত খাসিয়া পুঞ্জি

সিলেট অঞ্চলে আদিবাসী খাসিয়াদের মধ্যে যে উচ্ছেদ আতঙ্ক এতোদিন বিরাজ করছিল, তা এখন আর আতঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বেশ জোরেসোরেই, খাসিয়া জনপদকে রক্তাক্ত করার মধ্য দিয়ে। তাই নির্যাতিত খাসিয়ারা নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারাও প্রতিরোধের চেষ্টা শুরু করেছে উচ্ছেদকারীদের।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জিতে ২১ জুলাই প্রথম দফা হামলা চালিয়ে আদিবাসী খাসিয়াদের ১৭টি পরিবারকে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বন বিভাগ ও পাহাড় অপদখলের চেষ্টায় লিপ্ত রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা। ২১ জুলাই এর উচ্ছেদ সন্ত্রাসে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া খাসিয়ারা পুনরায় তাদের পুঞ্জিতে ঘর তৈরির উদ্যোগ নেয়। ২৬ জুলাই সকালে খাসিয়ারা পুঞ্জিতে ফিরে সেখানে তৈরি করা বন বিভাগের অস্থায়ী ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে নিজেদের ঘর তৈরির কাজে হাত দেয়। কিন্তু দুপুর অনুমান দু'টার দিকে জুরী রেঞ্জ-১-এর বন কর্মকর্তা রেঞ্জের আওতাধীন তিনটি বিটের কর্মকর্তা ও বনরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় পুনরায় খাসিয়াদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। খাসিয়া ও প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা জানান, বন বিভাগের লোকজন পাহাড়ের নিচ থেকে গুলি চালাতে চালাতে খাসিয়া পুঞ্জিতে ওঠে। এ সময় তাদের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় খাসিয়া পুঞ্জিতে দীর্ঘদিন ধরে দিনমজুর হিসেবে কাজ করা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত চা শ্রমিক অবিনাশ মুড়া (৪০)। এক পর্যায়ে বনরক্ষীদের গুলি ফুরিয়ে গেলে খাসিয়ারা সামনে চলে আসে। এ সময় সন্ত্রাসীরা আক্রমণের চেষ্টা করলে খাসিয়ারা তীর-ধনুক চালায়। এতে অস্থায়ী ক্যাম্পের গার্ড রফিক পাটোয়ারী আহত হয়। এ সময় বন বিভাগের লোকজন ও স্থানীয় সন্ত্রাসীরা পিছু হটে। এ ঘটনার পর থেকে জুরী রেঞ্জের আওতাধীন রাগনা বিট অফিসটি দিন-রাত তালাবদ্ধ রয়েছে। সরেজমিনে দেখা গেছে সেখানে ১২টি তালা ঝুলছে।।

উচ্ছেদ : নেপথ্যে কারা এবং কেন?

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের পাহাড় থেকে আদিবাসী খাসিয়াদের উচ্ছেদের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার নেপথ্যে মূলত পাহাড় দখল একটা বড়

কারণ। বৃহত্তর সিলেটের প্রায় প্রত্যেকটি পাহাড়ে মূলত খাসিয়াদের বাস। খাসিয়ারা শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় পাহাড়ে বসবাস করে আসছে। পাহাড় তাদের কাছে স্বর্গ। পাহাড়কে আঁকড়ে ধরেই খাসিয়ারা বেঁচে আছে। পাহাড়ও তাদের আপন করে নিয়েছে। পাহাড় আর খাসিয়ার মধ্যে তৈরি হয়েছে গভীর বন্ধন। আদিবাসী খাসিয়ারা পাহাড়ের বন সম্পদকে নিজের সন্তানের মতো লালন করে আসছে। বন বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্টে যেখানে ব্যাপক লুটপাট চলছে, সেখানে খাসিয়াদের নিয়ন্ত্রণে থাকা পাহাড়গুলো এখনো নিজস্ব স্বকীয়তা আর সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। আর এখানেই মূলত খাসিয়াদের সঙ্গে বাঙালি লুটেরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের বিরোধ। লুটেরা, সন্ত্রাসীরা চায় খাসিয়া নিয়ন্ত্রিত পাহাড় দখল করে মূল্যবান গাছপালা লুটপাট করতে। বিগত সরকারের আমলে ইকো পার্ক করার নামে মৌলভীবাজারে আদিবাসী খাসিয়াদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হয়। আর বর্তমান সরকারের আমলে এরকম কোনো প্রক্রিয়ায় না গিয়ে বরং সরাসরিই খাসিয়াদের উচ্ছেদে নেমেছে বন বিভাগ ও রাজনৈতিক মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা। ফুলতলা খাসিয়া পল্লী থেকে খাসিয়াদের উচ্ছেদের পেছনে মূলত এই পাহাড় দখলই মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। অভিযোগ উঠেছে, এজন্য স্থানীয় বন বিভাগ অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করছে সন্ত্রাসীরা।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানকালে স্থানীয় বাঙালি ও নির্যাতিত খাসিয়ারা অভিযোগ করেছেন, ফুলতলা পুঞ্জি থেকে খাসিয়া সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করার জন্য গত প্রায় এক বছর ধরে চেষ্টা করছে রাজনৈতিক মদদপুষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি সজ্জাদ মিয়া, ফয়েজ মিয়া (মেম্বার), আব্দুল মনাফ, ফারুক মিয়া, জামাল উদ্দিন সেলিম (ফুলতলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি), আঃ মতিন মতি, জহিরুল ইসলাম, স্বপন মল্লিক, আবুল কালাম, ফয়জুর রহমান লায়ন, সিতাব মিয়া, সত্য গোস্বামী, নিমাইসহ এরকম আরো কিছু লোক।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, এরা সবাই বিগত সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এমএম শাহীনের খুব কাছের লোক। অভিযুক্ত সজ্জাদ মিয়া একজন চোরাকারবারি এবং বিডিআরের তালিকায় তার নাম সবার শীর্ষে। খাসিয়া উচ্ছেদ করে পাহাড় দখলে এদের সঙ্গে ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুক মিয়ার নামও যুক্ত করেছেন খাসিয়া নারী-পুরুষ ও স্থানীয়রা।

মামলা পাল্টা মামলা

অনুসন্ধানকালে জানা যায়, ফুলতলার

বন কর্মকর্তা খন্দকার বদরুল আলম

খাসিয়া পুঞ্জি মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা। খাসিয়াদের ওপর মামলা দিয়েও কাবু করার চেষ্টা করছে বন বিভাগ। ২১ জুলাই খাসিয়া পুঞ্জি তছনছ করার পর বন বিভাগ সেখান থেকে পুঞ্জির মন্ত্রী (হেডম্যান) ক্লীপ খাসিয়ার ছেলে আনতনি খাসিয়া ও শ্রমিক মুসলিম মিয়াকে ধরে এনে পুলিশে দেয়। অথচ বনবিভাগ খাসিয়া পুঞ্জিতে উচ্ছেদে যাবার সময় পুলিশ প্রশাসনকে আদৌ জানায়নি। ২১ জুলাই উচ্ছেদ ঘটনার পর বন বিভাগ খাসিয়াদের বিরুদ্ধে বন আইনে একটি মামলা করে। এরপর ২৬ জুলাই পুনরায় খাসিয়া পুঞ্জিতে হামলা চালায় বন বিভাগ ও স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। ওই দিন খাসিয়ারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এদিনের ঘটনায় জুরী রেঞ্জ ১-এর কর্মকর্তা খন্দকার বদরুল আলম বাদী হয়ে কুলাউড়া থানায় ২৭ জুলাই ৭ জনকে আসামি করে একটি মামলা (নং-১৯) দায়ের করেন। একই দিনে বনকর্মীদের গুলিতে নিহত অবিনাশ মোড়া'র কাকা মহেন্দ্র মোড়া বাদী হয়ে ৯ জনকে আসামি করে আরেকটি মামলা (নং-২০) দায়ের করেন।

মামলা দুটোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আওলাদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ২০০০কে বলেন,' মামলা হয়েছে, তদন্তও চলছে'। আসামিদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি আসামি গ্রেপ্তারের। কিন্তু আসামিরা এলাকায় নেই।'

২১ ও ২৬ জুলাই খাসিয়া পুঞ্জিতে সংঘটিত ঘটনা দুটোকে কিভাবে দেখছেন জানতে চাইলে ওসি বলেন, 'ঘটনাস্থল দেখে মনে হয়েছে, যে ঘটনা ঘটেছে তা খুবই দুঃখজনক।' খাসিয়ারা কত বছর ধরে ফুলতলা পুঞ্জিতে বসবাস করছে জানতে চাইলে ওসি ২০০০কে বলেন, 'আমরা শুনেছি খাসিয়ারা সেখানে দুই-আড়াই বছর ধরে বসবাস করছে।'

বন কর্মকর্তা যা বলেন

মিথ্যা কথা বলার জন্য যদি দেশে কোনো প্রতিযোগিতা কিংবা পুরস্কার চালু হয় তাহলে সেই প্রতিযোগিতায় নিঃসন্দেহে প্রথম স্থানটি দখল করে নেবেন মৌলভীবাজার বনবিভাগের জুরী রেঞ্জ ১-এর বন কর্মকর্তা (ফরেস্ট রেঞ্জার) খন্দকার বদরুল আলম। ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জির ঘটনা সম্পর্কে জানতে আমরা গত ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় যখন জুরী রেঞ্জ অফিসে তার সঙ্গে কথা বলি। তখন তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন ফুলতলায় কোনো খাসিয়া পুঞ্জি নেই এবং কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাহলে ২১ ও ২৬ জুলাই সেখানে কি ঘটেছিল?

নতুন করে ঘর বাঁধছে খাসিয়ারা

ফুলতলা খাসিয়া পুঞ্জির উচ্ছেদ হওয়া নিরীহ সহজ সরল খাসিয়ারা আবার পুঞ্জিতে ফিরে নতুন স্বপ্ন নিয়ে আশায় বুক বেঁধে নতুন করে ঘর বাঁধতে শুরু করেছে। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও খাসিয়ারা চায় তাদের পুঞ্জিতে থাকতে।

২৯ জুলাই সরেজমিন পুঞ্জি এলাকায় গেলে দেখা যায়, শূন্য পাহাড়ে ২০-২৫ জন পুরুষ খাসিয়া ঘর তৈরি করছেন। আবারো হামলার আশঙ্কায় তারা আতঙ্কিত। তারপরও তারা আতঙ্ককে সঙ্গী করে ঘর তৈরির কাজ করছিলেন। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে বর্লিন খাসিয়া, নরেন্দ্র খাসিয়া, ওয়েন্ডে খাসিয়া, স্টাংলি খাসিয়া, আংতিমুট খাসিয়া, রিং খাসিয়াসহ আরো অনেকে ২০০০কে বললেন, 'আমরা পাহাড়ের মানুষ। পাহাড়ে থাকতেই পছন্দ করি। তাই শত বাধা এলেও আমরা পাহাড় ছেড়ে যাব না'। বর্লিন খাসিয়া স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, আবার হামলা হলে 'জান দেবো তবু পুঞ্জি ছাড়বো না'।